W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 1408 / WBHRC/COM/2016-17

Date: 06. 01. 2017

Enclosed is the news clipping of 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 6th January, 2017, the news item is captioned

'গৃহবধূর কাছে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ মহিলা থানার বিরুদ্ধে'

The Superintendent of Police, Malda is directed to furnish a report by 16.02.2017 enclosing thereto:-

(a) Statement of Smt. Jaminur Bibi;

(b) Address and full particulars of Smt. Jaminur Bibi.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 06. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

SDB

গৃহবধূর কাছে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ মহিলা থানার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৫ জানুয়ারি— স্বামী ও শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হয়ে পুলিশের কাছে সাহায্য চাইতে যান এক গৃহবধূ। কিন্তু সাহায্য করা তো দূরের কথা উল্টে অভিযোগ দায়ের করার জন্যই ৫ হাজার টাকা চাওয়ার অভযোগ উঠলো মালদা মহিলা থানার বিরুদ্ধে। বাধ্য হয়ে ওই গৃহবধূ মানবধিকার সংস্থার মাধ্যমে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন। বৃহস্পতিবারই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

গৃহবধূর নাম জামিনুর বিবি। বাপের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার অমৃতি গ্রামপঞ্চায়েতের সোনাতলা গ্রামে। বাবা শ্রমিক জামাল শেখ বর্তমানে অসুস্থ। মা কাউসারি বিবি বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। গৃহবধূ জানান, চার বছর আগে বাড়ি থেকে দেখাশোনা করে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার সাকমোন পাড়ার বাসিন্দা ইয়াসিন শেখে সাথে বিয়ে দেয় তাঁর মা-বাবা। স্বামী স্থানীয় একটি রেশম কারখানার শ্রমিক। বিয়ের সময় পণবাবদ নগদ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় সমস্যা। স্বামী সন্তানের ভরন পোষনে নারাজ। এজন্য বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে সন্তানের ভরন-পোষনের কথা বলে। এরপর থেকে বেশ কয়েকবার বাপের বাড়ি থেকে টাকা দিয়ে আসে। ফলে ওই বাবার কয়েক বিঘা জমিও বিক্রি করতে হয়। সম্প্রতি স্বামী তাঁকে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে আসতে বলে। কিন্তু এবার বেঁকে বসেন গৃহবধূ। এই নিয়ে গত মঙ্গলবার বচসা শুরু হয়। সেইসময় স্বামী ইয়াসিন, শ্বশুর নুর ইসলাম, শাশুড়ি বেলী বিবি, দুই ননদ জলি বিবি ও ইয়াসমিন বিবি তাঁকে মারধ করে। এমনকি গলায় ফাঁস দিয়ে খুনের চেষ্টাও করা হয়। এই অবস্থায় গৃহবধূ কোনও রকমে সন্তানকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে পালিয়ে বাপে বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেইদিনই জামিনুর বিবি ও তাঁর মা কাউসারি বিবি মালদা মহিলা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অফিসার ভানুমতি রায় তাঁর কাছে ৫ হাজার টাকা দাবি করেন। সেই টাকা দিতে না পারায় ওই গৃহবধূ ও তাঁর মাকে থানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

বাধ্য হয়ে ওই গৃহবধূ বৃহস্পতিবার মানবধিকার সংস্থার মারফত পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন। মানবধিকার সংস্থার আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, 'সমস্ত অভিযোগ আমরা লিখিতভাবে পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন। এরপরও যদি কিছু না হয়, তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হবো।'